সুচিত্রা ভট্টাচার্য

এই মোহ মায়া

পর্ব ১

বেজার মুখে ট্যাক্সির ভাড়া মেটাচ্ছিল দেবরাজ। উফ, শহরটা সেই একইরকম যাচ্ছেতাই রয়ে গেছে। সেই ভাঙাচোরা রাস্তা, ধোঁয়া ধুলো ভিড় জ্যাম মিছিল...। উঁহু, এবার মিছিল পড়েনি পথে। তবুও হাওড়া স্টেশন থেকে লেক গার্ডেন্স পৌঁছতে পাক্কা দেড় ঘণ্টা লেগে গেল!

গোটা যাত্রাটাই এবার ভারী বিশ্রী হল দেবরাজের। শুরু থেকেই ভোগান্তি। কাল তো নিউ দিল্লি স্টেশনে রীতিমতো হই হই রই রই। প্ল্যাটফর্ম একেবারে পুলিশ মিলিটারিতে ছয়লাপ। কী, না রাজধানী এক্সপ্রেসে না কি বোমা রাখা আছে! ব্যস, ঠেলা বোঝো। দিনকাল যা পড়েছে, এখন এমন একটা গুজব রটলে তো সাড়ে সর্বনাশ। কুকুর ঘুরছে কামরায় কামরায়, বোমা ডিটেক্টর নিয়ে ছোটাছুটি করছে জলপাই রঙ উর্দি, মাথায় কালো ফেট্টিধারীরা শ্যেন চোখে জরিপ করছে প্রতিটি লাগেজ...। মিলল তো ঘেঁচু, লাভের মধ্যে ট্রেন ছাড়ল আড়াই ঘণ্টা লেটে। তাও আশা ছিল, রাতে হয়তো খানিক তেড়েফুঁড়ে ছুটে দেরিটা পুষিয়ে দেবে। কোথায় কী, সাড়ে দশটার ট্রেন প্রায় একটা বাজিয়ে ইন করল হাওড়ায়।

কপাল মন্দ হলে যা হয়, এর সঙ্গে রাত্রিভর প্রায় জাগরণ। সামনের বার্থের সর্দারজি অবিরাম স্যাক্সোফোন বাজিয়ে গেল নাকে। কোনও মানে হয়? তাড়া না থাকলে পারতপক্ষে দেশের মধ্যে আকাশপথে পাড়ি জমায় না দেবরাজ। বড্ড যান্ত্রিক লাগে উড়ান সফর। তুলনায় ট্রেনে সে অনেক স্বচ্ছন্দ। ইচ্ছে মতো চলাফেরা করো, বসো, নয়তো গড়াগড়ি খাও... এবার বুঝি খ্যাপামিটা গোখ্‌খুরি হয়ে গেছে। ফ্লাইট ধরলেই বোধহয় ভাল হত।

ফুটপাথ ঘেঁষে চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ি। পাঁচিল ঘেরা। মাধবীলতা আর বোগোনভিলিয়ার জড়ামড়ি কালো লোহার ফটকের মাথায়। দেওয়ালে সাদা ফলকে বাড়ির নাম। মঞ্জিল।

সূর্য পশ্চিমে হেলে গেছে। কলকাতার আকাশ আজ পুরোপুরি নির্মেঘ। অঘ্রান প্রায় ফুরিয়ে এল, এখনও এ শহরে শীতের পাত্তা নেই। বাতাস বইছে মৃদু মৃদু। তাতেও তেমন হিমের ছোঁয়া কোথায়!

ভারী কিটসব্যাগ কাঁধে দেবরাজ শব্দ করে গেট ঠেলল। নীচে পুরোটাই গ্যারেজ। এখন ফাঁকা। শুধু একটা ধুলোমাখা শ্যাওলাসবুজ অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে

একা। গাড়িটা গতবারও ঠিক ওই জায়গাতেই ছিল না? ওই দশায়? সম্ভবত। এই শহরে সবই তো স্থবির।
শুনশান চাতাল থেকে দেবরাজ হেঁকে উঠল, "দিলীপ...অ্যাই দিলীপ?"
পিছন দিকের ঘর থেকে তরতরিয়ে বেরিয়ে এসেছে এক যুবক। বছর তিরিশ বয়স, রোগাসোগা বেঁটেখাটো, পরনে জিন্সের ঢোলা হাফপ্যান্ট আর টিশার্ট, মুখে একটা চোয়াড়ে চোয়াড়ে ভাব। ব্যস্ত স্বরে বলল, "এসে গেছেন স্যার? এত দেরি হল যে?"
খাজুরা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মুড নেই দেবরাজের। ব্যাগখানা ধরিয়ে দিল দিলীপের হাতে, "খবর পেয়েছিলি তো ঠিক সময়ে?"
"হ্যাঁ স্যার। অসীমবাবু গেল রোববার বলে গেছেন।"
"তা আমার ঘরদোরের কী হাল?"
"ঝকঝক করছে স্যার। সুনীতা হর হপ্তা ঝাড়ু লাগায়, মোছে...।" বলতে বলতে ,সিঁড়ি অভিমুখে এগোচ্ছে দিলীপ, "শুধু পাখাগুলোই যা নোংরা ছিল। কাল ঘড়ঞ্চি নিয়ে গিয়ে ঘষে ঘষে রং ফেরালাম। ফ্রিজ চালু করে দিয়েছি সকাল থেকে। গ্যাস-ট্যাস সব ঝেড়েমুছে...। কেব্‌লও চলছে, দেখে নিয়েছি। দুখিয়ার মাকে দিয়ে বাথরুমও সাফা করালাম..."
কাজের ফিরিস্তি দিয়েই চলেছে ছোকরা। প্রাপ্তিযোগ যদি একটু বাড়ে, এই আশায়? দেবরাজ মনে মনে হাসল। ছেলেটা বেশ ছোঁক ছোঁক টাইপ। ফ্ল্যাট দেখভালের জন্য বরাদ্দ টাকা তো পায়ই, সঙ্গে উপরিও জোটে মাস মাস। টেলিফোন, ইলেকট্রিসিটি, কর্পোরেশন, কমন মেনটেনেন্স, কেব্‌লের ভাড়া ইত্যাদি বাবদ দেবরাজ থোক যা পাঠায়, সেখান থেকেও কি দু-চারশো বাঁচে না? এছাড়া মাঝে মধ্যে বাড়তিও মিলছে। এই তো, জুলাইয়ে নাটকের শো করতে পুনম এসেছিল কলকাতায়, ছিল দিন দশেক, তখনও ভালই বাগিয়েছে ছোকরা। নিজের নতুন শার্টপ্যান্ট, বউয়ের শাড়ি, বাচ্চার খেলনা এবং নগদ হাজার বকশিস। আগে মঞ্জিলের কেয়ারটেকার ছিল ছেলেটার বাপ, ফ্ল্যাট দেখাশোনার কাজটা সে যথেষ্ট যত্ন নিয়ে করত। তবে তার খাঁই ছিল কম। পঞ্চাশ একশোতেই গলে জল। যাক গে, কী আর করা, দিনকাল বদলাচ্ছে।
সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে দেবরাজ আলগা প্রশ্ন করল, "সুফল এখন আছে কেমন?"
"বাতের বেদনায় কাহিল খুব। লেংচে লেংচে হাঁটে।"
"দেশেই রয়েছে তো? সেই ঘাটালে?"
"হ্যাঁ স্যার। ভাইয়ের কাছে। যতটুকু পারে, চাষবাস দেখে। এবারও ভাদ্রের শেষে শিলাইতে বন্যা হল, তখন চলে এসেছিল। পুজোটা কাটিয়ে গেল।"
"হুম।"
"দিল্লিতে সব ভাল তো স্যার?"
"চলছে।"
" ম্যাডাম?"
" আছে একরকম।"
"এবার স্যার থাকছেন তো ক'দিন?"
"দেখি।"
" অনেকদিন পর এলেন কিন্তু।"
" হুঁ। প্রায় সাড়ে তিন বছর।"
বলতে গিয়ে হঠাৎই একটা ছোট্ট শ্বাস পড়ল দেবরাজের। কেন যে পড়ল? কলকাতার ওপর তার তো আর তেমন কোনও মায়া নেই, বরং সে এখন একরকম অপছন্দই করে শহরটাকে। কিংবা তার চেয়েও বেশি কিছু। কী দিয়েছে তাকে এই শহর? শুধু কাঁড়িখানেক অস্বস্তিকর স্মৃতি ছাড়া?
দেবরাজের ফ্ল্যাট তিনতলায়। ছোট। তার লক্ষ্মীনগরের অ্যাপার্টমেন্টের অর্ধেকও হবে কিনা সন্দেহ। তবে মোটামুটি খোলামেলা। উত্তরে তো অনেকটাই ফাঁকা। ফালি ব্যালকনিতে দাঁড়ালে, লাইনের ওপারে, লেকের সবুজ দেখা যায়। ঘর মাত্র দু'খানা। একটা রীতিমতো পুঁচকে, অন্যটা মাঝারি। তুলনায় ড্রয়িং ডাইনিং স্পেসটা যা একটু পদের। বলা যায়, সেটাই এ ফ্ল্যাটের বড় ঘর।
অন্দরে ঢুকে জুতো-টুতো ছাড়ল না দেবরাজ। সটান এলিয়ে পড়েছে সোফায়। শরীর আর বইছে না, চোখ দুটো টানছে, সর্দারজির স্যাক্সোফোন যেন বাজছে মাথায়।
দিলীপ ঘরে ব্যাগ রেখে এল, " কিছু খাবেন তো স্যার?"
সে আর বলতে। পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। দেবরাজ একখানা জাম্বো সাইজের হাই তুলে সিধে হল। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, "কী পাবি এখন?"
" যা চাইবেন। রুটি তড়কা, মাংস, চাইনিজ...। কাছেই নতুন দোকান খুলেছে। দারুণ কাবাব বানায়। খুব বিক্রি।"
"ফ্রেশ হবে তো?"
"খেয়েই দেখুন।"

কলকাতার এই একটাই প্লাস পয়েন্ট। যেখানেই যাও, যখন চাও, কোনও না কোনও সুখাদ্য জুটবে। ফুটপাথে তো দু'হাত অন্তর অন্তর ভোজনের পশরা।

কলকাতার এই একটাই তো প্লাস পয়েন্ট। যেখানেই যাও, যখন চাও, টুসকি বাজালেই কোনও না কোনও সুখাদ্য জুটবে। ফুটপাথে তো দু'হাত অন্তর অন্তর ভোজনের পশরা। সত্যি বলতে কি, লকলকে জিভ আর সর্বগ্রাসী পাকস্থলী ছাড়া এ শহরের আর কিস্যু নেই।
এক সময়ে মধ্যরাতে এই শহর টহল দিতে বেরোত দেবরাজরা। কত ছপ্পরে কত কী যে মিলত তখন। কষকষে শুয়োরের মাংস, খুনে রং ঘুগনি, চাঁদি ফাটানো আলুর দম, তেল চুপচুপে চাঁপ...। ম্যাঙ্গো লেনের কাছে, গলির গলি তস্য গলিতে, খোদ ক্যান্টনিজ স্বাদের খানা বানাত এক চিনে দম্পতি। ইশারা মাত্র বোতলও এসে যেত টপাটপ। ওয়াংয়ের সেই ব্যবসা নাকি উঠে গেছে, গতবারই কে যেন বলছিল। তালতলার সেই গলতায় এখনও কি সেই বড়া গোস্তের কাবাব মেলে?
ঈষৎ স্মৃতিমেদুর দেবরাজ পার্স খুলে একটা পাঁচশো টাকার নোট বার করল। হেসে বলল, "কাবাব পরোটাই হোক তাহলে। আর শোন, আরও কয়েকটা জিনিস লাগবে। মনে করে আনতে পারবি তো?"
"লিস্ট আমার মুখস্থ আছে স্যার। চা চিনি কফি দুধ, ডিম পাঁউরুটি, মাখন বিস্কুট..."
" বাহ, বেড়ে ওস্তাদ বনে গেছিস তো! "
লাজুক মুখে প্রশংসাটা গায়ে মেখে নিল দিলীপ। ঘাড় চুলকোচ্ছে।
"হবে কি ওই টাকায়? দেবরাজ আরও কয়েকটা একশো

টাকার নোট বার করল, "দু'প্যাকেট সিগারেটও আনিস। খাওয়ার জলের কী ব্যবস্থা?"

"ফিল্টার চলছে। চারখানা বোতল ধুয়ে ভরে রেখেছি। যদি চান তো মিনারেল ওয়াটার..."

"হ্যাঁ। একটা বড় জার এনে রাখ। জলটুকু অন্তত সামলে সুমলে খাই।"

দিলীপ মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছিল, কী ভেবে দাঁড়াল। উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এখন একটু চা চলবে স্যার? সুনীতা বানিয়ে দেবে। ম্যাডাম ওর হাতের চায়ের খুব তারিফ করতেন।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। মগজের জং ধরা ভাব ছাড়ে একটু। কিন্তু পুনমের পছন্দসই চা মানে তো স্রেফ গরম সরবত। ওই একটিমাত্র পানীয়ের ব্যাপারে দেবরাজ বেজায় খুঁতখুঁতে। যথাযথ ফ্লেভার চাই, নিখুঁত লিকার, চিনি মেপে সিকি চামচ...। নির্দেশ দিলেও পারবে কি দিলীপের বউ? দেবরাজ মাথা ঝাঁকাল, "ছেড়ে দে। খানাটাই জলদি জলদি আন।"

"যাব আর আসব। দশ মিনিট।"

এবার আয়েশ করে সিগারেট। একটাই ছিল,ধরাল দেবরাজ। আশেপাশে অ্যাশট্রে নেই, উঠতে ইচ্ছে করছে না, ফাঁকা প্যাকেটেই ছাই ঝাড়ছে। অনেকক্ষণ পর সুখটান, মস্তিষ্কে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে ধোঁয়া, বেশ লাগছে। নিমীলিত চোখে ভাবার চেষ্টা করল এই মুহূর্তে কাকে কাকে তার পৌঁছ সংবাদটা জানানো প্রয়োজন। অসীমকে? এই বেখাপ্পা সময়ে সে কি আছে বাড়িতে? ব্যাটার তো মোবাইলও নেই। মোবাইল ফোন না রাখাটা নাকি অসীমের নীতির প্রশ্ন। বলে, ওই যন্ত্র নাকি শব্দদূষণের পকেট সংস্করণ। অসীমকে যদি সত্যি কারোর দরকার থাকে, তো বাড়িতে খুঁজবে, নয় প্রতীক্ষায় থাকবে, যত্রতত্র খিচখিচ করবে কেন! অসীমটা ভিজিটিং কার্ডের ওপরেও হাড়ে হাড়ে চটা। নিজের পরিচিতি নিজে বহন করার পিছনে নাকি অস্তিত্বের সংকট লুকিয়ে থাকে। পাগল একেবারে। এই সব ভাবনা-টাবনা আজকাল আর চলে নাকি? চিরন্তনকে একটা টেলিফোন করা উচিত। আট বছর আগে কলকাতায় শেষ সোলো এগজিবিশনের সময়ে মোনালিসা আর্ট গ্যালারির সঙ্গে সম্পর্কটা শীতল হয়ে গিয়েছিল দেবরাজের। মোটেই ভাল পাবলিসিটি করেনি, ছবির দাম নিয়েও দেবরাজের সঙ্গে আঁশটে খেলা খেলেছিল মধু বিরানি। দেবরাজ তো খেপে মেপে কলকাতায় আর প্রদর্শনী করবেই না ঠিক করেছিল।

আলস্য ঝেড়ে, সাইডটেবিলে রাখা হ্যান্ডসেটটা তুলে দেবরাজ টানটান হল সোফায়। নম্বর খুঁজছে চিরন্তনের। হঠাৎই পরিকল্পনায় বদল।

চিরন্তনই ফের জুড়ে দিল সুতোটা। চিরন্তনের মাধ্যমেই রূপরেখা গ্যালারির সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা। এদের চুক্তি মোটামুটি সম্মানজনক। চার বছর অন্তর দেবরাজের প্রদর্শনী ফেলবে এবং কখনওই দেবরাজের অনুমতি বিনা ছবির দাম আন্ডারকাট করবে না। কমিশন অবশ্য একই নেবে। আড়াই টাকায় এক টাকা। তা নিক, আবার শুরু তো হোক। চিরন্তন যোগাযোগটা করিয়েছে, একটা ধন্যবাদ নিশ্চয়ই ওর প্রাপ্য।

অন্যমনস্কভাবে পকেট থেকে অ্যান্ড্রয়েড ফোনটা বার করল দেবরাজ। বোতাম টিপতে গিয়েও কী ভেবে রেখে দিল টেবিলে। ল্যান্ডলাইন তো পড়েই আছে, ভাড়াও গুনছে নিয়মিত, ক'দিন তো ব্যবহার হোক।

আলস্য ঝেড়ে, সাইডটেবিলে রাখা হ্যান্ডসেটটা তুলে দেবরাজ টানটান হল সোফায়। মোবাইল থেকে নম্বর খুঁজছে চিরন্তনের।

হঠাৎই পরিকল্পনায় বদল। উঁহু, চিরন্তন নয়, আগে রূপরেখা। নম্বর লাগতেই ওপারে সুরেলা বামাকণ্ঠ, "নমস্কার। আপনি রূপরেখায় পৌঁছেছেন।"

অভ্যর্থনার কায়দা আছে তো! কণ্ঠটিও ভারী মধুর। দেবরাজও সুর আনল গলায়, "আমি কি মিসেস আগরওয়ালকে পেতে পারি?"

"অবশ্যই। আপনার পরিচয়টা..."

"অধমের নাম দেবরাজ সিংহরায়। একটু-আধটু ছবি আঁকি।"

"ও...। আপনি...। ধরুন ধরুন, ম্যামকে দিচ্ছি।"

সুভাষিণী কি ডাকতে ছুটল মালকিনকে? কেমন দেখতে মেয়েটি? স্বর শুনে সুরৎ আন্দাজ করলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বেকুব বনতে হয়। তবু খেলাটায় মজা আছে। ক্বচিৎ কখনও লেগে গেল, তো জ্যাকপট। মেয়েটার মুখের আদল মনে হয় কাঁঠালপাতার মতো। ভরাট, কিন্তু সামান্য লম্বাটে। ঠোঁট অবশ্যই পাতলা পাতলা। চোখ বড়ই হবে, পাতাগুলোও ঘন। থুতনিতে একটা তিল থাকলেও থাকতে পারে। উঁহু, থুতনিতে নয়, গলায়। কণ্ঠার কাছে। কপাল একটু চওড়া কি? ফিগার নিশ্চয়ই ছিপছিপে। যাকে বলে বেতসলতার মতো দেহকাণ্ড।

কল্পনায় ছেদ পড়ল। ও প্রান্তে এবার হাস্কি ভয়েস, "নমস্কার দেবরাজবাবু। ওয়েলকাম টু কলকাতা। সুসোয়াগতম।"

"থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ।"

"কখন এলেন?"

"এই তো...। এসেই বান্দা হাজিরা দিচ্ছে।"

"বাঁদী ভি আপকে লিয়ে হাজির।"
"আপনার অ্যারেঞ্জমেন্ট কদ্দূর?"
"অলমোস্ট কমপ্লিট। প্রেস ইনভিটেশন ওভার, ক্যাটালগ রেডি, অল ল্যুমিনারি কালেক্টরস হ্যাভ বিন ইনফর্মড। ...খুশি কি বাত, কাল সঞ্জয় গানোরিওয়াল ভি আসতে পারেন। লেটস হোপ টুমরোজ প্রিভিট উইল বি আ গ্র্যান্ড সাকসেস।"
সঞ্জয় গানোরিওয়াল কলকাতার বিখ্যাত শিল্পপতি। নামী চিত্রসংগ্রাহকও বটে। দেবরাজ মনে মনে সন্তুষ্ট হল। মুখে অবশ্য জানান দিল না। আলগোছে বলল,"হরিপ্রসাদদা আসছেন তো?"
"কাল উনি কেন? হি উইল বি অন দি ওপেনিং ডে। আপনার কথা মতো হরিদাকে স্পেশাল ইনভিটেশন জানিয়েছি। কার্ডও বানিয়েছি সেই ভাবে।"
প্রিভিউতে অবশ্য শিল্পসংগ্রাহকদের ডাকাই রেওয়াজ। দিল্লিতেও। ঝপাঝপ লাল টিপ পড়ে যায় ছবিতে। হরিপ্রসাদ দাশগুপ্ত ওপেনিংয়ের দিন এলেই বরং প্রচারটা জমকালো হবে। দেবরাজ তো আলাদা ভাবে হরিদাকে অনুরোধ করেছেই। মাস্টারমশাই আসবেনও নির্ঘাত।
তৃপ্ত মেজাজে দেবরাজ বলল,"এখানকার আর্টিস্টদেরও ডেকেছেন নিশ্চয়ই? শরণদা, মন্মথ, অরিন্দম, কেশব...?"
"পুরো লিস্ট বানিয়ে কার্ড ছেড়েছি দাদা। আপনার কন্টেম্পোরারিরা কেউ বাদ পড়েনি।"
"কেমন রেসপন্স আশা করছেন?"
"জানেনই তো, ছবির বাজার এখন একটু ডাউন। তবু সে তুলনায় ভালই হবে মনে হয়। এত বছর পর কলকাতায় আপনার এগজিবিশন হচ্ছে, সো দেয়ার ইজ লট অফ কিউরিওসিটি।"
"বলছেন?"দেবরাজের স্বরে ঈষৎ সংশয়।
"হ্যাঁ দাদা। তা আপনি গ্যালারিতে আসছেন কখন?"
"যখনই হুকুম করবেন।" দেবরাজ গলাটা তরল করল, "আফটার অল, অপনি এখন আমার অন্নদাতা। আই মিন, অন্নদাত্রী।"
"কেন লজ্জা দিচ্ছেন দাদা? আপনারা আছেন বলেই না আমাদের দু'মুঠো জুটছে।" পেশাদারি বিনয়ে মমতাও কম দড় নয়,"কাইন্ডলি ডিসপ্লে দেখে যান। যদি আপনার কিছু সাজেশন থাকে..."
"বড্ড থকে গেছি। একটু রেস্ট নিয়ে নিই?"
"অ্যাজ ইউ প্লিজ। ন'টা পর্যন্ত আমি গ্যালারিতে থাকব। আপহি কি ইন্তেজারমে।"
কোনও নারী তার প্রতীক্ষায় আছে, শুনলে এখনও দেহমন চনমন করে ওঠে দেবরাজের। এই ছাপান্ন বছর বয়সেও। হোক না সেই প্রতীক্ষা নেহাতই কেজো এবং সেই নারী রূপরেখা আর্ট গ্যালারির আধবুড়ি মমতা আগরওয়াল। কত বয়স হবে মমতার? পঞ্চাশের ওপরে তো বটেই। চেহারায় কিন্তু এখনও পালিশটা রেখেছে। ত্বক শিথিল হয়ে গেলেও মোমে মাজা, ব্রিডিংয়ের কেরামতিতে ভুরু নিখুঁত, ঠোঁট ওষ্ঠরঞ্জনীতে জ্বলজ্বল, চোখের পাতায় বর্ণিল ছায়া। হাঁসের মতো মাল টানে মমতা, দিল্লিতে দেখেছে দেবরাজ। এই কিসিমের মহিলারা তাকে আর আকৃষ্ট করে না, তবে এদের আহ্বান শুনতে বেশ লাগে।
শিস দিতে দিতে মোবাইলের ফোনবুকটা ঘাঁটল দেবরাজ। ধুস, অসীম, চিরন্তন আর রূপরেখা গ্যালারি ছাড়া কলকাতার আর একটি নম্বরও নেই। গত সপ্তাহে ত্রিবেণী কলাসঙ্গমে আশিস পারেখের এগজিবিশন ছিল, সেখানে গল্পে আড্ডায় ফেলে এসেছিল মোবাইলখানা, ব্যস চোট। ওমনি চেনাজানা নম্বরগুলোও বেবাক উধাও। ভাগ্যিস পুনমের কাছে অসীমের নাম্বারটা ছিল, তারই দৌলতে কলকাতার সঙ্গে আবার স্থাপিত হল যোগাযোগ। কেন যে অসীমের কাছ থেকে সব কটা নম্বরই নিয়ে রাখেনি!
জীবনে কোনও কিছুই কি ঠিকঠাক গুছিয়ে করতে পারবে না দেবরাজ? এদিকে ছটফটানিও তো বাড়ছে। এতদিন পর পা রাখল কলকাতায়, জানাতে কি তর সয়? এবার একটা বড়সড় হল্লাগুল্লা হওয়া দরকার। দেদার পয়সা ওড়াবে, মদের ফোয়ারা ছোটাবে, প্রমত্ত উল্লাসে মাতবে, তবেই না কলকাতায় আসা সার্থক। একদিন এই শহর ছেড়ে সে পরাজিতের বেশে চলে গিয়েছিল। খোলামকুচির মতো পয়সা ছড়িয়ে যতটা শোধ তোলা যায় আর কি! দেখুক সবাই, দেবরাজ সিংহরায় আর নগণ্য গ্রহ নেই, সে এখন রইস নক্ষত্র।
কিন্তু কাকে কীভাবে ধরবে? অসীমকে রিং করা বেকার, এক চিরন্তনই ভরসা। পুট পুট নাম্বারটা টিপল দেবরাজ। যাহ বাবা, সুইচড অফ। আর্ট কলেজে পড়ায় তো, সম্ভবত ক্লাস-টাস নিচ্ছে। কোনও মানে হয়?
চলভাষ রেখে দেবরাজ উদাস বসে রইল একটুক্ষণ। চোখ দেওয়ালে টাঙানো নিজেরই এক পুরনো পেন্টিংয়ে। এক অর্ধশায়িতা নগ্ন নারী। বড় ক্যানভাসের ছবি, তেলরঙে

জীবনে কিছুই কি ঠিকঠাক গুছিয়ে করতে পারবে না দেবরাজ? বাড়ছে ছটফটানিও। এতদিন পর পা রাখল কলকাতায়, জানাতে কি তর সয়?

আঁকা। একেবারে প্রথম জীবনের। সেই যখন কলেজ থেকে বেরিয়ে অন্ধের মতো নিজের পথ হাতড়াচ্ছে। ছবিটায় বড় বেশি মাতিস মাতিস গন্ধ। রং নিয়ে শিশুর মতো খেলা করার চেষ্টা। বেঢপ মোটা মোটা পা এঁকে দেওয়াল মেঝের সঙ্গে মেলানোর প্রয়াস। অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত হয়েছিল ছবিটা। পিঠও চাপড়েছিল কেউ কেউ। কিন্তু ক্রেতা জোটেনি।
নগ্নিকার ঘন পিঙ্গল আঁখিতে চোখ রেখে দেবরাজ আবার একটা ছোট্ট শ্বাস ফেলল। এই ছবির সঙ্গে তার এখনকার আঁকাজোকার কী আকাশ পাতাল তফাত। হবেই তো। মাঝে কম ভাঙাগড়া গেল। জীবন একটা পাহাড়ি নদী, মাটি পাথর ভেঙে ভেঙে সে নিজের রাস্তা করে নেয়। কখনও ছোটে লাফাতে লাফাতে, কখনও বিপজ্জনকভাবে আছড়ে পড়ে, কখনও বা তিরতির বয়। ছবি তো ওই নদীরই নীচের নুড়িপাথর, বহতা ধারার ঘর্ষণে যার রূপ বদলায় অবিরাম।
এ সবই তো জানে দেবরাজ, বোঝে, তবু কেন যে আজকাল এমন শ্বাস পড়ে হঠাৎ হঠাৎ? সে কি বুড়িয়ে যাচ্ছে? কেন যে মাঝে মাঝে পাঁজর থেকে ঠেলে ওঠা এক অসহ্য চাপ তাকে জাগিয়ে রাখে রাতভর? মনে হয়, কিছুই যেন করা হল না, অথচ ঘণ্টা বাজছে দিনশেষের।
ধুস, যত সব মরবিড চিন্তা। দেবরাজ তো এখন মোটামুটি সফল চিত্রকর। দেশে তো বটেই, বিদেশে প্রদর্শনী হয় তার ছবির। এবং দিব্যি বিকোয়। ছাপ্পান্ন বছর বয়সেও সে যথেষ্ট

তরতাজা, অসুরের মতো খাটতে পারে। অতৃপ্তি তাকে মানায় কি? কিংবা মৃত্যুভয়?

দেবরাজ উঠে গিয়ে টিভিটা চালিয়ে দিল। নতুন। এল সি ডি। ছাব্বিশ ইঞ্চি। পুনমই কিনে দিয়ে গেছে, কেব্‌ল কানেকশনের বন্দোবস্ত সমেত। আগে একটা পুরনো পড়েছিল, ভাল ছবি আসত না, সেটি দাতব্য করেছে দিলীপকে। এটার ছবি বেশ ঝকঝকে। পুনমটা টিভির পোকা। দু'দণ্ড ঘরে থাকলে খুলে বসবেই। এদিকে হাই ফান্ডার নাটক করছে, ওদিকে কী যে ছাইপাঁশ সিরিয়াল দেখার নেশা। দেবরাজের পক্ষে অবশ্য ভালই হয়েছে, ফ্ল্যাটে থাকার সময়টুকু এবার সে বোর হবে না। মাসে ক'টা তো টাকার ব্যাপার, ওইটুকু অপচয় হলেই বা কী।

রিমোট হাতে ফের সোফায় আধশোওয়া হল দেবরাজ। ঘুরছে এ চ্যানেল, ও চ্যানেল। যত সব হাবিজাবি প্রোগ্রাম। ডিসকভারিতেও কী সব গাড়ির কলকব্জা দেখাচ্ছে, টি এল সিতে রান্না। একটা বাংলা চ্যানেলে এসে আঙুল থামল দেবরাজের। খবর চলছে। সঙ্গে টুকরো টুকরো ক্লিপিংসে গণ্ডগোলের দৃশ্য। পেল্লাই এক শিল্পতালুক গড়ার পরিকল্পনা গড়া হয়েছে এ-রাজ্যে, তাই নিয়ে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে। দিল্লিতেও সমাচারটা দেখেছে দেবরাজ। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এখানে এখন ঘোরাল পরিস্থিতি। ক'দিন আগে এক শিল্পপতির কারখানা গড়া নিয়ে জোর এক প্রস্থ হয়ে গেছে, এখনও নাকি অশান্তিটা থামেনি। আজও কোথায় কোন মিছিলে নাকি লাঠি চালিয়েছে পুলিশ। কী যে ছাই হচ্ছে? সাধে কি দিল্লিতে সবাই ওয়েস্টবেঙ্গল নিয়ে হাসাহাসি করে!

ধুস, ভাল লাগছে না। টিভি অফ করে ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো সটান হল দেবরাজের ছ'ফুট এক ইঞ্চি দেহটা। এখন কষে একটা স্নান দরকার।

ঘরে গিয়ে ব্যাগের জিপার খুলে বার করল পাজামা পাঞ্জাবী তোয়ালে সাবান। তারপর শিস দিতে দিতে বাথরুম। উদোম দাঁড়িয়েছে শাওয়ারের তলায়, রোমকূপে শুষে নিচ্ছে জলকণা। দিল্লিতে এখন ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢালাই যায় না, এখানকার ঝর্নাধারায় কী নরম আমেজ। নাহ, এই শহরের সবটাই মন্দ নয়।

স্নানবিলাস সাঙ্গ হতেই ফের সেই চনচন অনুভূতি খিদের। ওফ, দিলীপটা এখনও ফেরে না কেন?

খানিক অসহিষ্ণু পায়ে দেবরাজ ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। শেষ হেমন্তের দুপুর গড়াচ্ছে বিকেলের দিকে। উঁচু বাড়ির মাথায় সূর্যমুখী হলুদ। পিচরাস্তায় পাতলা বাদামি ছায়া। একদল কিশোর ক্রিকেট খেলছে সামনের পার্কটায়। কমলা-সাদা সালোয়ার কামিজ এক তরুণী হেঁটে যাচ্ছে আপন মনে। কানে মোবাইল। চলতে চলতে দাঁড়াল ক্ষণেক। তাকাল এদিক ওদিক। আবার শুরু হয়েছে চলা। মেয়েটার হাঁটার ছন্দের সঙ্গে কার যেন খুব মিল?

ভাবতে গিয়ে হৃৎপিণ্ড ছলাৎ। আঁচল। আশ্চর্য, প্রায় তিন ঘণ্টা হল সে পা রেখেছে কলকাতায়, এতক্ষণে কিনা আঁচলকে মনে পড়ল?

দেবরাজ দৌড়ে গিয়ে টেলিফোন তুলল। বোতাম টিপছে। প্রায় অভ্যাসের মতো। এই একটা মাত্র নম্বর দেবরাজকে ভাবতে হয় না। সংখ্যাগুলো তার মস্তিষ্কে গেঁথে থাকে যে।

অলংকরণ: কুণাল বর্মন

ক্রমশ